**আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস-২০১৪ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, সোমবার, ২৪ ভাদ্র ১৪২১, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিজ্ ইরিনা বোকোভা,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম। সকলকে শুভ সকাল।

আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস-২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত “নারী ও কন্যাশিশুদের স্বাক্ষরতা ও শিক্ষা : টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি” শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, আলজেরিয়া, ইকুয়েডর ও বুর্কিনা ফাসোর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের, যাঁরা স্বাক্ষরতা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার জন্য আজ UNESCO Literacy Award-2014 গ্রহণ করতে যাচ্ছেন।

সুধিমন্ডলী,

শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে। শিক্ষা পাওয়া মানুষের মৌলিক অধিকার। এজন্যই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষাসহ পাঁচটি বিষয়কে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরাও শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি।

বিশ্বের প্রতিটি শিশু বিশেষ করে কন্যাশিশুকে শিক্ষাদান আমাদের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। আজও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মেয়েরা স্কুলে যেতে বিভিন্ন প্রতিকূলতার শিকার হয়। তাদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা এর অবসান চাই। এটাই হোক আজকের এই সম্মেলনে আমাদের দৃপ্তশপথ।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শান্তি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এজন্যই ইউনেস্কো জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশের দেয়া প্রস্তাব “শান্তির সংস্কৃতি” ধারণাটির প্রসার ও প্রচারে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে।

আমি ইউনেস্কো মহাপরিচালকের “শান্তিবৃক্ষ” স্মারকটি অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের সাথে গ্রহণ করছি। নারী ও কন্যাশিশুদের স্বাক্ষরতা ও শিক্ষা প্রসারে এই স্বীকৃতি আমি বাংলাদেশের মা-বোনদের তথা বিশ্বের সকল নারীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি।

সুধিমন্ডলী,

আমি ব্যক্তিগতভাবে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে তাঁর Global Education First Initiative এর অন্যতম মনোনীত চ্যাম্পিয়ন সরকারপ্রধান হিসেবে ২০১২ সালে মনোনীত করেন। আমি এই গুরুদায়িত্ব পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, জাতিসংঘ মহাসচিবের ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও প্রতিটি শিক্ষার্থীকে যোগ্য বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগটি নারী ও কন্যাশিশুদের স্বাক্ষরতা ও শিক্ষার সার্বজনীন প্রসারে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

গত জুলাই মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত Girl Summit 2014-এ আমি একমাত্র আমন্ত্রিত সরকার প্রধান হিসেবে যোগ দেই। বিশ্বের মেয়ে শিশুদের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রথা নিরসনে তাদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি তুলে ধরি।

আমি মনে করি, উপযুক্ত শিক্ষাই পারে একটি মেয়েকে সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে। যেকোনো ধরনের অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহসও শিক্ষাই দিতে পারে।

আমাদের এই উদ্যোগে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আমরা পাশে পেতে চাই। আমরা নারী শিক্ষা ও স্বাক্ষরতাকে জাতিসংঘের আওতায় ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন প্রস্তাবনায় টেকসই উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে এ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা শিক্ষা প্রসারে ১৯৭২ সালে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। তিনি ৩৬ হাজারেরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দেড় লক্ষাধিক শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন।

আমরা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে আবার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেই। প্রতিটি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করি। গণস্বাক্ষরতা অভিযান বাস্তবায়ন করি। ৫ বছরে স্বাক্ষরতার হার দ্বিগুণ করে ৬৫ শতাংশে উন্নীত করি।

২০০০ সালে জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণকালে আমি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকায় শিক্ষা সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন নীতিতে সম্পৃক্ত করি।

পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের পরবর্তী সরকার স্বাক্ষরতা ও শিক্ষার বিকাশে আমাদের অর্জনগুলো ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। স্বাক্ষরতার হার ২০০৬ সালে ৪৪ শতাংশে নেমে আসে।

আমরা ২০০৯ সালে সরকারে এসে শিক্ষাখাতকে আবার ঢেলে সাজাই। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেই।

আমরা ২০১০ সালে একটি আধুনিক, ভবিষ্যৎমুখী ও কার্যকর জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করি। এই নীতির বিভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন করছি।

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতে National Plan of Action প্রণয়ন করেছি। আমরা শিক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছি।

আমরা ২০১১ সালের মধ্যেই বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করেছি। আমরা প্রতি বছরের প্রথম দিন প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করছি।

আমরা মেয়েদের জন্য প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছি। দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। ফলে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত জেন্ডার-সমতা নিশ্চিত হয়েছে।

শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ অগ্রযাত্রাকে আমরা আরো সংহত করতে চাই।

 স্নাতক পর্যায়ে নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। এই ফান্ডে সরকার এক হাজার কোটি টাকা সীড মানি প্রদান করেছে।

ইতোমধ্যেই এই ফান্ড থেকে স্নাতক ও সমপর্যায়ের ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৮১০ জন ছাত্রীকে প্রায় ৭৩ কোটি টাকার উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এতে নারীরা স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

২০১১ সালে প্রণীত আমাদের নারী উন্নয়ন নীতিতে নারী শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আমরা ২০১২ সালে দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কর্মরত ১ লক্ষ ৪ হাজার শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেছি।

ঝরেপড়া রোধে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে। মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে। ঝরেপড়া মেয়েদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

শিশুদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে আমরা ২০১৩ সাল থেকে শতভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে আমরা নারীদের জন্য ৬০ শতাংশ কোটা বরাদ্দ রেখেছি।

শিক্ষার মানোন্নয়নে আমরা নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন করেছি। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা থেকে শুরু করে Junior School Certificate, Secondary School Certificate, Higher Secondary School Certificate সহ সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আমরা সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পদ্ধতি চালু করেছি।

মাধ্যমিক স্তরে আইটি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করেছি।

ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করেছি। এখান থেকে গ্রামের নারীরাও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সেবা গ্রহণ করতে পারছে।

উচ্চশিক্ষা প্রসারে আমরা পাঁচটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও ২৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছি। আরও ৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আমরা মূলধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ নিয়েছি।

আমরা বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। মেয়েদের জন্য ৬টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আমরা মেয়েদের নতুন নতুন পেশায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছি। সব পেশায়ই মেয়েদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বেকার নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তা সৃজনে জামানতবিহীন ঋণ দেয়া হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

Global Education First Initiative এর তৃতীয় স্তম্ভের আলোকে আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য আমাদের সন্তানদের বাঙালিত্বের চর্চার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

আমরা চাই, আমাদের শিক্ষার্থীরা নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আলো-হাওয়ায় বেড়ে উঠুক। নিজেদের মেধা ও দক্ষতা দিয়ে বিশ্বজুড়ে তাদের সমসাময়িক প্রজন্মের সাথে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাক।

আমি জেনে আনন্দিত যে, জাতিসংঘের আওতায় ২০১৫-পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রস্তাবনায় সার্বজনীন, ন্যায়ভিত্তিক ও গুণগত এবং আজীবন শিক্ষার কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

২০১৫-পরবর্তী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে আমরা আমাদের রূপকল্প-২০৪১ -এর ভিত্তিতে একটি উন্নত, সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠনের সোপান রচনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই কর্মযজ্ঞে নারী ও মেয়ে শিশুরা সব সময়ই আমাদের বিবেচনার অগ্রভাগে থাকবে।

আমি বিশ্বাস করি, আজকের এই সম্মেলনটি আমাদের সেই যাত্রাপথের একটি অন্যতম মাইলফলক হয়ে থাকবে।

এই মহতী উদ্যোগের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য আমি জাতিসংঘের মহাসচিব, ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিজ্ ইরিনা বোকোভা এবং উপস্থিত বিভিন্ন দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে, আমি আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস-২০১৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত “নারী ও কন্যাশিশুদের স্বাক্ষরতা ও শিক্ষা : টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি” শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।